দৈনিক ইনকিলাব

৭৭

তারিখ ... JUL 30 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

চট্টগ্রামে কলেজ দখলকে কেন্দ্র করে গুলী বিনিময় ঃ আহত ১০

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে মুজিববাদী ছাত্র লীগের আজম-নাসির গ্রুপের ক্যাডাররা কাদের বাহিনীর ক্যাডারদের হটিয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ দখল করে নিয়েছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) কাকডাকা ভোরে কলেজ দখলকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাস মোগলটুলী ও আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় দু'গ্রুপের বন্দুকধারীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে প্রায় তিন শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। বন্দুক যুদ্ধ ও প্রতিপক্ষের চোরাগুপ্তা হামলায় অন্তত ১০ জন ক্যাডার আহত হয়েছে। দু'গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধ থামাতে পুলিশ ৪০ রাউন্ড গুলী ছুঁড়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নাসির গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাসে এবং কাদের গ্রুপের ক্যাডাররা মোগলটুলী ও এর আশপাশের এলাকায় অবস্থান করছিল। এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় কলেজ এলাকায় শতাধিক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ১৯৮৯ সালে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষের মাধ্যমে ছাত্রলীগ ছাত্রশিবিরকে কলেজ থেকে হটিয়ে দিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কলেজ ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের আজম-নাসির গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। গত বছরের শুরুতে নাসিরের অন্যতম সহযোগী কাদেরের সাথে নাসিরের বিরোধ দেখা দিলে কাদের বাহিনীর ক্যাডার কর্তৃক নাসির বাহিনীর সমর্থকরা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। কাদের বাহিনীর পৃষ্ঠপোষক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু। নাসিরের সমর্থকরা কলেজ দখল করতে একাধিকবার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। কলেজ দখলকে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে গত ৪ জুলাই উভয় গ্রুপের ক্যাডারদের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধ হয়। উক্ত বন্দুক যুদ্ধের ২ দিন পর গত ৬ জুলাই নাসির বাহিনীর প্রধান আজম-নাসিরকে রাজধানীর একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়। কাদের বাহিনীর প্রধান কাদের ১৭ মামলার আসামী। বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে। গত ১৬ জুলাই পলাতক আসামী হিসেবে পুলিশ তার বাসার মালামাল ক্রোক করেছে। কাদেরের অনুপস্থিতিতেই নাসির বাহিনীর ক্যাডাররা ক্যাম্পাস দখল করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল ভোরে সশস্ত্র ক্যাডারদের সহযোগিতায় অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। তারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। কাকডাকা ভোরে কলেজ দখল করার খবর ছড়িয়ে পড়লে কাদের বাহিনীর সমর্থকরা সংঘবদ্ধ হয়ে সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। কলেজের মেইন গেইটে এসে কাদের বাহিনীর ক্যাডাররা কলেজ লক্ষ করে বৃষ্টির মত গুলী ও বোমা বর্ষণ শুরু করে। নাসির গ্রুপের সদস্যরা ভিতর থেকে পাল্টা গুলী ছুঁড়লে বন্দুক যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেয়। বোমা ও গুলীর শব্দে গোটা আগ্রাবাদ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে লোকজন প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একপর্যায়ে সংঘর্ষ কলেজ ক্যাম্পাসসহ মোগালটুলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার লোকজন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে বাসা-বাড়ীতে অবস্থান নেয়। সাড়ে ৮টায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলী ছুঁড়লে ত্রিমুখী সংঘর্ষ বেধে যায়। ডবলমুরিং থানা পুলিশ জানায়, পুলিশ ৪০ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, উভয় গ্রুপের সন্ত্রাসীরা একে-৪৭ এবং একে-২২ রাইফেল-এর মত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে।